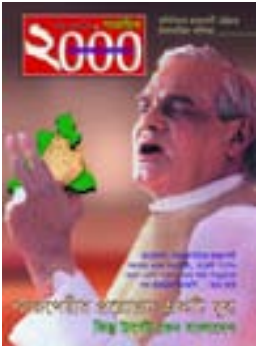

গত ১৫ এপ্রিল থেকে আজ অবধি বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বিরাজ করছে যুদ্ধাবস্থা। এরই মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উভয়পক্ষেই হতাহত হয়েছে বেশ কয়েকজন সৈনিক, গ্রামবাসী। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা কয়েকটি সীমান্তে নিয়মিত গোলাগুলি করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশ অংশের জনগণের ঘরবাড়ি, ছিনিয়ে নিচ্ছে গরুবাছুর, মানুষও ধরে নিয়ে যাচ্ছে। উভয়পক্ষের সমর প্রস্তুতিতে সীমান্ত এলাকার মানুষ ঘরে ফিরতে পারছে না। পারছে না ক্ষেতের পাকা ধান কাটতে। জনসাধারণের প্রশ্ন, সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর বন্ধুর মত বসবাসকারী দুটি দেশের মধ্যে এমন কি ঘটল যাতে পরিস্থিতি এমন যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠল?

বাংলাদেশের তিন দিকেই ঘিরে আছে ভারত। মোট সীমান্ত ৪,০০০ কিলোমিটার। এর মধ্যে সাড়ে ছয় কিলোমিটার অচিহ্নিত। বাংলাদেশের সীমানায় ভারতের ১১১টি ছিটমহল রয়েছে, ভারতের সীমানায় বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল রয়েছে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির মাধ্যমে সীমান্ত রেখা এবং ছিটমহল নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশ পার্লামেন্টে চুক্তিটি পাস করানো হলেও ভারতীয় পার্লামেন্টে পাস করানো হয়নি। ফলে চুক্তিটি কাগজসর্বস্ব হয়ে পড়ে। এরপর বিভিন্ন সময়ে ভারতের পছন্দনীয়, অপছন্দনীয় সরকার ক্ষমতায় আসে। আমাদের ভূমি মন্ত্রণালয় বিষয়টি কখনও জোরেশোরে জাতির সামনে তুলে ধরেনি। ফলে অচিহ্নিত সীমানা, ছিটমহল সংক্রান্ত বিবাদ রয়ে যায়।

কিন্তু এই সুপ্ত বিষয়টি এমন একটা সময় বিস্ফারিত হয় যখন ভারতের কেন্দ্রীয় এনডিএ সরকারের অস্ত্র কেনায় দুর্নীতি তেহেলকা ডট কম আবিষ্কার করে প্রধান শরিক বিজেপির অবস্থা নড়বড়ে করে ফেলেছে। এ দিকে পাঁচটি ভারতীয় রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান হতে চলেছে যার দুটিই আমাদের সীমান্তবর্তী। আমাদের নির্বাচনও সামনে। এমন একটা স্পর্শকাতর সময়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে কার স্বার্থে? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় লাভ হতে পারে একমাত্র বিজেপি'র। সরকার পতন রোধ করতে তাদেরই যুদ্ধের মহড়া দরকার জনসাধারণের দৃষ্টি দুর্নীতি থেকে সরিয়ে দিতে।

প্রচ্ছদ : ছবি কোলাজ